জানুয়ারি-জুন ২০১৫

# পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র

## আদিবাসী-বাঙালির সাংস্কৃতিক-মানবিক যোগসূত্র ও সমানুভূতি বিষয়ক কর্মশালা

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)র ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বনফুল আদিবাসী গ্রিন হার্ট কলেজের উদ্যোগে আদিবাসী-বাঙালির সাংস্কৃতিক-মানবিক যোগসূত্র ও সমানুভূতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বনফুল আদিবাসী গ্রিন হার্ট কলেজের সভাপতি ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, শিশু কিশোর সংগঠক ডা. লেলিন চৌধুরী, বনফুল আদিবাসী গ্রিন হার্ট কলেজের অধ্যক্ষ অধির চন্দ্র সরকার, আইইডি'র প্রকল্প সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ এম বাস্কে, সঞ্চিতা তালুকদার ও আইইডি'র অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ, উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষক এবং সপ্তম ও নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ।

আদিবাসী গ্রিন হার্ট কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক অধির চন্দ্র সরকার তার

শুভেচ্ছা বক্তব্য বলেন বনফুল আমাদের কলেজে কর্মশালাটি আয়োজন করার জন্য আইইডিকে ধন্যবাদ ও এই কর্মশালা আয়োজনে কলেজের সুনাম ও গৌরব বয়ে এনেছে। তিনি আরও বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলে প্রাণবৈচিত্র্যকে বিশ্বাস করতে হবে। আর যখন প্রাণবৈচিত্র্যকে বিশ্বাস করবো তখন আমরা সকলেই সমান এবং একে অপরের বোন, ভাই ও বন্ধু।

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় বর্তমানে সবাই নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মনে করছে। আর এটা করতে গিয়ে আমরা সৌন্দর্যের জায়গাগুলো হারিয়ে ফেলছি। এদেশে অনেক জাতি আছে, এটা আমাদের সম্পদ। তাই এ সম্পদ রক্ষা করতে হলে নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি চর্চা ও সংরক্ষণ করতে হবে এবং অন্য জাতির ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকেও সম্মান করতে হবে, বলেন আইইডি'র প্রকল্প সমন্বয়কারী সুবোধ এম বাস্কে।

আইইডি'র প্রকল্প সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমাদের মধ্যে যখন ছোট ছোট বোধ তৈরি হয় তখন আমরা একে অপরকে সমান ভাবতে শিখি। আর এগুলো আমরা সংস্কৃতি থেকে পায়। তিনি আরও বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা লোকজ্ঞান অর্জন করেছিলেন কিন্তু আমরা সেগুলো ভুলে যাই নিজেদের অর্জিত জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ মনে করি বলে। অন্য মানুষেরও যে কিছু কিছু জ্ঞান আছে সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই। তাই তিনি শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাইরের বিষয় সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করার পরামর্শ দেন।

শিশু কিশোর সংগঠক ডা. লেলিন চৌধুরী বলেন, আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা মানুষ। বাংলাদেশের মানুষেরা বাঙালি ও আদিবাসী এ দুই ভাগে বিভক্ত। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষ হিসেবে আমরা একই রক্তের ধারা বয়ে চলেছি। এ থেকে বোঝা যায় আদিবাসী এবং বাঙালির যোগসূত্র রক্তে। কিন্তু এ যোগসূত্র বর্তমানে অস্বীকার করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এদেশের সকল মানুষ তার নিজ ভাষায় কথা বলার, জ্ঞান অর্জনের অধিকার লাভ করার লক্ষ্যে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কিছু বাঙালি ছাত্র বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য অর্জনের পর শাসকগোষ্ঠী সে কথা ভুলে গেল যে, একজন বাঙালি যেমন তার ভাষাকে ভালবাসে তেমনি একজন চাকমা, মারমা, গারো, সান্তাল একইভাবে নিজ ভাষাকে ভালোবাসে। নিজের ভাষাকে ভালবাসার কারণে বাঙালি জাতিগোষ্ঠী আদিবাসীদের প্রতি অবিচার করছে। সে বৈষম্য দূর করার জন্য আজ আমরা সমানুভূতির কথা বলছি।

মানুষে মানুষে ভিন্নতা আছে। আমাদের সংস্কৃতি ভিন্ন, উৎসব ভিন্ন। কোন ধর্ম অন্য কোন সংস্কৃতিকে অসম্মান করার কথা বলেনি। কিন্তু মানুষই মানুষকে আক্রমণ করে, বৈষম্য সৃষ্টি করে। তাই অন্য সংস্কৃতিকে সম্মান করার মত মানবিক গুণ আমাদের অর্জন করতে হবে, বলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং।

সমাপণী বক্তব্যে বনফুল আদিবাসী গ্রিন হার্ট কলেজের সভাপতি ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো বলেন, আদিবাসী ও বাঙালির মধ্যে রাখিবন্ধন সুদৃঢ় করতে হলে একে অপরের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করতে হবে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'- এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে নীতি আদর্শ বিনির্মাণ করতে হবে এবং নিজের মনটাকে সংযত করতে হবে।

এরপর তিনি আদিবাসী ও বাঙালিদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির একটি কর্মশালা তাদের প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করার জন্য আইইডিকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও এধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনে তাদেরকেও সংযুক্ত করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কর্মশালা শেষে আমন্ত্রিত অতিথিদের বনফুল আদিবাসী গ্রিনহার্ট আদিবাসী কলেজের পক্ষ থেকে ভালবাসা ও সম্মাননা স্বরূপ গৌতমবুদ্ধের জীবন ও ধর্ম, প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক সংরক্ষণ বিষয়ক বই এবং কলেজের বার্ষিক পত্রিকা স্পন্দন উপহার প্রদান করা হয়।

কর্মশালার সঞ্চালনায় ছিলেন আইইডি'র সহকারী সমন্বয়কারী তারিক হোসেন মিঠুল।

# পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জানুয়ারি-জুন ২০১৫

## সম্পাদকীয়

যৌন নিপীড়ন কিংবা শারীরিক শ্লীলতাহানি যেভাবেই বর্ণিনা কেন, এটি নির্যাতন, নিপীড়ন মানব সভ্যতার কদর্য দিক, অপরাধতো বটেই। যে সমাজে বেশি করে যৌন নিপীড়ন, নারীর প্রতি শারীরিক শ্লীলতাহানি ঘটে সেই সমাজ সামাজিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ। সাধারণত নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি এটি ঘটতে দেখা যায়। তবে পুত্রশিশুও এটি থেকে বাদ যায় না। যে কোন ধরনের অশ্লীল মন্তব্য, কটুবাক্য, শরীরে হাত দেওয়া বা দেওয়ার চেষ্টা করা, মোবাইলে/সামাজিক মাধ্যমে ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলা/লেখা, অশ্লীল ছবি প্রেরণ, ভয়ভীতি প্রদর্শন কিংবা মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন যৌন নিপীড়নের পর্যায়ে পড়ে। আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে আজ এটি মহামারীর আকার ধারণ করছে। এর করাল থাবা থেকে বাদ পড়েনি কোন ক্ষেত্র- কী নেই এর আওতাধীন যেমন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, রাজপথ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এমনকি পরিবার। সর্বক্ষেত্রে এর অবাধ বিচরণ এটি থামানোর কেউ নেই। আসলে থামাবেই বা কে রক্ষক যখন নিজেই ভক্ষক হয়ে ওঠে সমাধান তখন অজানা।

একদিকে যেমন আমরা বলছি নারীর ক্ষমতায়নের কথা, অন্যদিকে মুখোশের আড়ালে তাকেই আবার অপমান করছি, নানাভাবে শারীরিক হয়রানি করছি। যৌন হয়রানি বন্ধের সরাসরি কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নেই। এর জন্য প্রয়োজন সুস্থ মানবিকতাবোধ জাগ্রত করা। নারীর প্রতি মর্যাদা, পারিবারিক পর্যায়ে কন্যা সন্তানের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টি প্রদান, সমাজ ও সম্পদে সমানাধিকার প্রদান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। একই সঙ্গে মাতাপিতাকে বুঝতে হবে তার পুত্র সন্তান অন্যের মেয়েদের যৌন নিপীড়ন করলে নিজের বোন কিংবা মা এ থেকে রেহাই পাবেনা। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষের মধ্যে মানবিক সুকুমার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে আইন, শিক্ষা পাঠ্যক্রম, পারিবারিক মেলবন্ধন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিবাচক ও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। যৌন নিপীড়ন একটি মানসিক বিকৃতি ও বিকারগ্রস্ততার প্রতীক। যত তাড়াতাড়ি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র বুঝতে পারবে ততই আমাদের মঙ্গল। তবে একথাও ঠিক মিষ্টি কথায় যেমন চিঁড়ে ভেজে না, তেমনি ভালো কথায় মন্দ লোকেরা সুন্দর হয় না। তাই দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করতে হলে সরকারকে যৌন নিপীড়ন বন্ধে কঠোর আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সময় অনেক গড়িয়ে গেছে, এখনই ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এই ব্যাধি মহামারীর আকার ধারণ করবে।

## আমার অধিকার ফাউন্ডেশন

একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের অন্যতম কার্যকর উপায় হচ্ছে জাতির মৌলিক শিক্ষার ভিত্তিকে শক্তিশালী করা। প্রাথমিক শিক্ষার এমন বিকাশ প্রয়োজন যাতে তা সামাজিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। জাতীয় শিক্ষানীতির অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে–

১. শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুণগত মানোন্নয়ন

২. সরকারের ভিতরে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং

৩. এলাকাবাসীর নিকট শিক্ষকদের জবাবদিহিতা

'আমার অধিকার ফাউন্ডেশন' এর আওতায় নেত্রকোনা সদর উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফেব্রুয়ারি ২৫ থেকে মার্চ ১৯, ২০১৫ রুটিন কার্ড বিতরণ উৎসব, স্টুডেন্টস কাউন্সিল সভা ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটির অবহিতকরণ সভা বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

**এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে**

প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তার ক্লাশের রুটিন তৈরির মাধ্যমে শিক্ষা জীবনের নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলন করানো, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিশুতোষ ছবি/ অ্যানিমেশন/ কার্টুনের রুটিন কার্ডের প্রতি আগ্রহী করে তোলা ও রুটিন কার্ডে আদর্শমূলক বিশেষ বার্তা/ সংলাপের মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি সচেতন ও আগ্রহী করতে সাহায্য করবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষর্থীদের সমস্যা কী কী তা চিহ্নিত করতে এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধির দায়িত্ব কার কার তা বলতে পারবে ও স্টুডেন্ট কাউন্সিলের সকল সদস্যদের মধ্যে স্টুডেন্ট কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানো। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ, নিয়মিত উপস্থিতি, লেখাপড়ার অগ্রগতি, কমিউনিটি মনিটরিং ইত্যাদি বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা ও প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষককেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকাবাসীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে যার মাধ্যমে মৌলিক শিক্ষার ভিত্তিকে শক্তিশালী করা ও প্রাথমিক শিক্ষার এমন বিকাশ সাধিত যাতে তা সামাজিক চাহিদা পূরণে সামর্থ্য হবে।

জানুয়ারি-জুন ২০১৫

# পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র

## ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

আইইডি ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি)এর সদস্য সংস্থা হিসেবে 'স্ট্রেংদেনিং সিভিক এনগেইজমেন্ট ইন ইলেকশনস অ্যান্ড পলিটিক্যাল প্রসেস ফর এনহান্সড ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক একাউন্টেবিলিটি' প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর) ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ) নির্বাচন ২০১৫ পর্যবেক্ষণ করেছে।

এই নির্বাচনটি যে দুই ধাপে পর্যবেক্ষণ করা হয় যেমন–

**১. প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ**

**২. নির্বাচন দিন পর্যবেক্ষণ**

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া তৈরি করা, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সহিংসতা কমানো, সকলের প্রতিনিধিত্ব ও গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা জোরদার করা।

এ লক্ষ্যে ৫ জন দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষক ও ১১৫ জন স্বল্পমেয়াদি

পর্যবেক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষক ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের উত্তর ও দক্ষিণ ১০টি ওয়ার্ডে প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। স্বল্পমেয়াদি পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন দিন ভোট কেন্দ্রে সকাল ৭.০০ থেকে ভোটের ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেন।

প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন আইইডির নির্বাচন কর্মসূচির প্রোগ্রাম ম্যানেজার সঞ্চিতা তালুকদার ও ফ্যাসিলিটেটর অলি কুজুর। প্রশিক্ষণের শুরুতে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, নির্বাচনে পর্যবেক্ষকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এছাড়াও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের নীতিমালা এবং একজন পর্যবেক্ষকের করণীয় এবং নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের চেকলিস্টটি নির্ভুলভাবে পূরণের লক্ষ্যে প্রত্যেক প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারীগণকে মুঠোফোনে এসএমএস'র মাধ্যমে চেকলিস্ট পূরণের অনুশীলন করানো হয়। প্রশিক্ষণে মোট ১১৫ জন পর্যবেক্ষক প্রশিক্ষণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। আইইডি ৬২ জন পর্যবেক্ষক এপ্রিল ২৮, ২০১৫ নির্বাচনের দিন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর ও দক্ষিণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন।

## ময়মনসিংহ কেন্দ্র

### সফল নারী উদ্যোক্তা মরিয়ম

ময়মনসিংহ পৌর শহরের বলাশপুর আবাসন মুক্তিযোদ্ধা পল্লীতে মরিয়মের বসবাস। তার পিতা মো. আব্দুল মোতালেব, মাতা মোছা. জুলেখা বেগম। চার বোন এবং এক ভাইয়ের মধ্যে সে সবার বড়। ১২ বছর বয়সে তার বাবা মা তাকে বিয়ে দিয়ে দেয় একই এলাকার মো. মর্তুজা রহমানের সঙ্গে। তার স্বামী ময়মনসিংহ বিসিক এলাকার একটি ওষুধ কোম্পানিতে চাকুরি করে। কোন রকমে চলছিল তাদের বিবাহিত জীবন। ২০১১ সালে তার পরিচয় ঘটে আইইডির কর্মীদের সাথে এবং আলোচনার এক পর্যায়ে আবাসন এলাকার আইইডি কর্তৃক সংগঠিত নীলাচল নারী দলের দলভূক্ত সদস্য হয়। তারপর সে বাজার সম্প্রসারণ দলে যুক্ত হয়। সেখান থেকে

সচেতন হয়ে দেহ পরিষ্কার করার ছোবা তৈরি করার কাজ শেখে এবং মজুরিভিত্তিক প্রতি পিস ছোবা ৩ টাকা দরে তৈরি করেন। মরিয়ম ছোবা তৈরির কাজে দক্ষ হলে জানুয়ারি ২০১৫ আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজে ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা করেন। পরবর্তীতে আইইডি প্রোগ্রাম অর্গনাইজার (বাজার সম্প্রসারণ) সুবর্ণা দাস এর সহায়তায় বাজার জরিপ করে ৫০০ টাকা পুঁজি নিয়ে ছোবা তৈরির ব্যবসা শুরু করেন এবং বর্তমানে তাঁর পুঁজি ৩০০০ টাকা। বর্তমানে দুইজন কর্মী তার ব্যবসার সাথে জড়িত আছে। এখন তিনি ময়মনসিংহ শহর ছাড়াও জেলার অন্যান্য উপজেলায় ছোবা সরবরাহ করছেন। মরিয়ম স্বপ্ন দেখেন একদিন তার ব্যবসা আরো বড় হবে এবং আরো অনেক নারী স্বাবলম্বী হবে। ধীরে ধীরে তার এই উদ্যোগ ছড়িয়ে পড়বে ময়মনসিংহ জেলার বাইরেও। তার এতদিনের সফল পথ চলার জন্য আইইডির কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে বলেন, আইইডি আমাকে নবজীবন দিয়েছে। আমি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। আমার চাওয়া এলাকার নারীরাও যেন নিজেদের উদ্যোগে স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াক।

# পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জানুয়ারি-জুন ২০১৫

যশোর কেন্দ্র

## অপরাজিত একটি সৃজনশীল আপন উদ্যোগ

নারীর ক্ষমতায়ন এবং চলার পথে বিভিন্ন ধরনের বাধা অপসারণের লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই নারী ফোরাম তার কার্যক্রম শুরু করে মে ৯, ২০১৫। নারী ফোরামের সদস্যরা মূলত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা মানুষ। মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা সুবিধা ভোগ করলেও তারা পুরুষতান্ত্রিকতার ঘেরাটোপে নিয়ন্ত্রিত। সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রিত এই অচলায়তনিক অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্য প্রথম প্রয়োজন আয়মূলক কাজের সাথে যুক্ত হওয়া। আইইডি যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে সংগঠিত নারী ফোরামের সদস্যরা নিজেদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ের নারীরা যেন অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই একটা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান তৈরির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আসে। এ ভাবনা থেকেই নিজেদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'অপরাজিত' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ।

'অপরাজিত' মধ্যবিত্ত নারীদের পরিবারে এবং সমাজে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি অর্থনৈতিক প্রয়াস। আমাদের সমাজে মধ্যবিত্ত নারীদের চলাচল নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসার প্রত্যয় নিয়েই নারী ফোরামের জন্ম যার অন্যতম উদ্দেশ্য মধ্যবিত্ত নারীদের নিজেদের পরিবর্তনের পাশাপাশি তৃণমূল নারীদের জীবনমান উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে সহায়তা করা। এর মধ্যদিয়ে মধ্যবিত্ত নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কার্যক্রম শুরু করবে, তৃণমূল নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা দেবে।

'অপরাজিত' মূলত নির্ভেজাল বা স্বাস্থ্যসম্মত পণ্য ক্রেতাদের মাঝে দিতে চায়। পণ্য তৈরির প্রক্রিয়া ও এই পদ্ধতিটিকে অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে দিনাজপুর থেকে আনা হয়েছে 'কাটারিভোগ' ও 'চিনিগুড়া' চাল। এই বিপণি বিতানে নির্ভেজালভাবে ভাঙানো হলুদ, মরিচ এবং ধনিয়ার গুড়া, রংপুর থেকে আনা ঈদুরকানি, ঝাউ বিলাতি ও শিল বিলাতি আলু, ঢেঁকিতে ছাটা চালের গুড়া, হাতে ভাজা মুড়ি, নবজাতকের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় ইত্যাদি পণ্য সহজলভ্য উপায়ে পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নারী ফোরাম পরিচালিত 'অপরাজিত' প্রতিষ্ঠানের তৈরি করা পণ্য আপন নামে পরিচিতি পাবে। এছাড়া তৃণমূল পর্যায়ের নারীরাও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য 'অপরাজিত' প্রতিষ্ঠানে রেখে বিক্রির সুযোগ পাবে এবং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হতে পারবে। সকলের সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার এই প্রয়াস একদিন নারী ফোরামের সাফল্য নিশ্চিত করবে, এমন দৃঢ় বিশ্বাস তাদের সকলের।

নারী ফোরামের সদস্যরা মতবিনিময় সভার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কিছু নীতিমালা তৈরি করেছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য নারী ফোরাম ১১ সদস্যের একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করেছে যারা ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ এবং ব্যাংক হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে। 'অপরাজিত' সংগঠনের প্রতিদিনকার কার্যক্রম সদস্যরা নিজেরাই পরিচালনা করছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেরাই ক্রয় করছে। আর এভাবেই এগিয়ে চলছে অপরাজিত নারী সংগঠনের সম্মুখ পথ চলা।

হাওর

## মুখোমুখি সংলাপ

স্থানীয় সরকার আইন- ২০০৯ ইউনিয়ন পরিষদের সকল কার্যাবলীতে স্বচ্ছতাবৃদ্ধি ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ বাড়ানোর কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু অধিকাংশ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত নয়। উক্ত বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কর্ম এলাকায় সুশাসন নিশ্চিতকল্পে আইইডি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে প্রতি অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে ইউনিয়ন পরিষদ জনগণের মুখোমুখি সংলাপের আয়োজন করে। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম, স্থানীয় মানুষের প্রবেশাধিকার, সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ ও বিভিন্ন সালিশ মীমাংসার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করার জন্য আইইডি 'হাওর' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আইইডি কর্মএলাকার ৭টি ইউনিয়নের জনমানুষ নিয়ে প্রতিবছর একটি করে মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। হাওড় প্রকল্প ও তার সংগঠিত কমিউনিটি ফোরামের সহায়তায় এই মুখোমুখি অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ আয়োজন করে থাকে। উক্ত অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যগণ সুশীলসমাজ ও সাধারণ নাগরিক জনসাধারণের মুখোমুখি হন। প্রতিটি অনুষ্ঠানে ২৫০ থেকে ৩০০ জন স্থানীয় ভোটার/ নাগরিক উপস্থিত হয়ে চলমান বাজেটের আলোকে বাস্তবায়নের উপর পর্যালোচনা ও ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সেবা এবং কার্যক্রমের জবাবদিহিতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা জনগণের সামনে তুলে ধরেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ভাল সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। ইউনিয়ন পরিষদ প্রত্যক্ষ জবাবদিহিতার আওতায় আসে এবং স্থানীয় সরকারের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার চর্চা হয়। ভোটারদের মধ্যেও নিজেদের ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে ভাল ধারণা স্পষ্ট হয়।

জানুয়ারি-জুন ২০১৫

# পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র

## ইয়ুথ অজ এজেন্ট অব সোস্যাল চেঞ্জ

**দি** এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ইয়ুথ এজ এজেন্ট অব সোস্যাল চেঞ্জ : অথেনটিক সিভিক পার্টিশিপেশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় ৮টি ব্যাচ ও ময়মনসিংহে ৪ ব্যাচ "এজেন্ট অব সোস্যাল চেঞ্জ" বিষয়ক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রশিক্ষণের শুরুতে আইইডির কার্যক্রম, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন প্রকল্প সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আইইডি একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৪ সাল থেকে পরিবেশ, সামাজিক ও মানবিক ইস্যু নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে যুবসমাজ হচ্ছে একটি বড় শক্তি। মানুষের জন্য কিছু করতে হবে এই মনোভাবটা যুবসমাজের মধ্যে জাগাতে হবে। তারা যদি এক সাথে কোনো ভাল উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে সহজেই সফলতা অর্জন করতে পারবে এবং সমাজে দ্রুত ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটবে।

দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের কমিউনিকেশন অ্যান্ড প্রোগ্রাম অফিসার মেহের নিগার জেরিন বলেন, ইয়ুথ এজ এজেন্ট অব সোস্যাল চেঞ্জ : অথেনটিক সিভিক পার্টিশিপেশন ইন বাংলাদেশ একটি আঠারো মাসের প্রকল্প, যেখানে তিনটি সহযোগী সংস্থা এই কর্মসূচি সম্পাদন/বাস্তবায়ন করবে- আইইডি তার মধ্যে অন্যতম। এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য যুবদের মেধাশক্তি ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা।

সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা, শক্তিশালীকরণ, ইস্যু নির্ধারণ ও কার্যক্রম সম্পাদনের উপায় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে কথা বলেন দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের ইয়ুথ প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো.সাদাত এস. হোসেন শিবলী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সংগঠন কিভাবে এগিয়ে যাবে, কী ইস্যু নির্ধারিত হবে, কিভাবে কাজ করবে তা তরুণ যুবরাই ঠিক করবেন এর কর্মপরিধি ও কর্মপন্থা। এ ক্ষেত্রে আমাদের কাজটি হবে অনেকটা সহায়তাকরণের মতো- মূল কাজটি করতে হবে সমাজ পরিবর্তন প্রয়াসী যুবদূতদেরই।

উক্ত প্রশিক্ষণসমূহে ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে ছিলেন টুকি চাম্বুগং, শারমিন আক্তার সুমি, কৌশিক সূর, জায়েদ সিদ্দিকী, প্রিয়াংকা মুর্মু, শামীমা ফেরদৌসী লুবনা, নাহিদ পারভিন, মোজাম্মেল হক তন্ময়, আল্লামা দিদার, উইলিয়াম নকরেক ও আব্দুল আহাদ। প্রশিক্ষণে আলোচনার বিষয় ছিল পরিস্থিতি বিশ্লেষণ: বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা ও সামাজিক অবক্ষয়, সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধের উপায়, সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে যুবসমাজের ভূমিকা, সমাজ পরিবর্তনের প্রতিনিধি সম্পর্কে ধারণা ও বৈশিষ্ট্য, সমাজ পরিবর্তনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সংগঠন পরিচিতি, উদ্বুদ্ধকরণ, দল ও সংগঠনের ধারণা ও পার্থক্য, সংগঠনের মূল উপাদান, ভালো সংগঠনের বৈশিষ্ট্য, সুশাসন, সাংগঠনিক উন্নয়নের ধারণা, সম্পদের সমাবেশীকরণ ও সংগঠনের স্থায়ীত্ব, প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি ও অর্থ সংগ্রহ, সমস্যা ও দ্বন্দ্বের ধারণা, দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায় ও পর্যালোচনা।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় প্রথম দিনের সংক্ষিপ্তসার সহভাগিতার মাধ্যমে। এরপর আলোচিত হয় বিবিধ বিষয় তার মধ্যে নেতা ও নেতৃত্ব: নেতৃত্ব কি, নেতৃত্বের প্রকারভেদ, নেতার গুণাবলী, গণতান্ত্রিক নেতার প্রয়োজনীয়তা, নাগরিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম, যোগাযোগের ধারণা, যোগাযোগের বাধা, কার্যকর যোগাযোগের উপায়, সমন্বয় ধারণা ও কার্যকর সমন্বয় উপায়, মিটিং কি ও মিটিংয়ের ধরন, কার্যকর মিটিং পরিচালনার ধাপ, মিটিংয়ের কার্যবিবরণী লেখার কৌশল, নেটওয়ার্কিং ও লিঙ্কেজ এবং অ্যাডভোকেসি : নেটওয়ার্কিং ও লিঙ্কেজ ধারণা, অ্যাডভোকেসি ধারণা ও ধাপ, গুরুত্ব, যুবসমাজ ও অ্যাডভোকেসি, প্রকল্প পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ইস্যু চিহ্নিতকরণ ও অগ্রগণ্যতা যাচাই, ইস্যু মোকাবেলা জন্য পরিকল্পনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে পারস্পরিক আলোচনা, দলীয় কাজ, উদ্দীপনামূলক বিভিন্ন খেলা ও নিজস্ব প্রকল্প প্রস্তাব উপস্থাপন স্থান পায়।

প্রশিক্ষণ শেষে সকল প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ প্রদান করেন দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের কমিউনিকেশন অফিসার মেহের নিগার জেরিন ও ঢাকা সমাজসেবা কর্মকর্তা কে এম শহিদুজামান এবং আইইডির প্রকল্প সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়।

এছাড়াও প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন আইইডি'র প্রকল্প সমন্বয়কারী সুবোধ এম বাস্কে, সহকারী সমন্বয়কারী তারিক হোসেন মিঠুল, ফ্যাসিলিটেটর অলি কুজুর, হরেন্দ্রনাথ সিং, ইন্টার্ন হেমা হৈমন্তি ঘাগ্রা ও লিলি চাকমা।

# পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জানুয়ারি-জুন ২০১৫


## হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার

### স্থানীয় সরকার বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদে আদিবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অর্ন্তভূক্তি শীর্ষক সেমিনার

'স্থানীয় সরকারে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোসহ সব ধরনের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে আদিবাসীবান্ধব বাঙালি বন্ধুদের সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এককভাবে আদিবাসীদের পক্ষে এ অধিকার আদায় সম্ভব নয়। কারণ আমাদের রাষ্ট্র নিপীড়িত মানুষ, বিশেষকরে সংখ্যালঘু আদিবাসীদের অস্তিত্বকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্বীকার করে যাচ্ছে, কথাগুলো বলেন ফজলে হোসেন বাদশা, এমপি; স্থানীয় সরকার বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদে আদিবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অর্ন্তভূক্তি শীর্ষক অনুষ্ঠিত সেমিনারে। গত নভেম্বর ২৬, ২০১৪ ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)র উদ্যোগে সিবিসিবি সেন্টার, আসাদ এভিনিউ ঢাকায় আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য ও আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের আহবায়ক ফজলে হোসেন বাদশা, এমপি; রাঙামাটি থেকে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য শ্রী উষাতন তালুকদার, এমপিসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)র নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মদ খান সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

সভার শুরুতে আইইডির প্রকল্প সমন্বয়কারী সুবোধ এম বাস্কে স্বাগত বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, স্থানীয় সরকারে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ইতিবাচক পদেক্ষপ অর্থাৎ উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া ভাল নীতি/পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া শুধু আদিবাসীদের নিজেদের দ্বারা অধিকার আদায় অসম্ভব।

অক্সফামের প্রজেক্ট অফিসার অনিন্দিতা সরকার, ইউনিয়ন পরিষদে আদিবাসী বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে অক্সফামের কর্ম অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সমতলের আদিবাসীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে জাতীয় ও স্থানীয় ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে শক্তিশালী অ্যাডভোকেসি পরিচালনা করা প্রয়োজন। এরপর সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইইডির প্রকল্প সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। প্রবন্ধে স্থানীয় সরকারের ইতিহাস, এর কার্যক্রম, বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ ২০০৯ আইনের বিভিন্ন দিক আলোচনায় স্থান পায়।

ইউনিয়ন পরিষদে নিজেদের মানুষ না থাকার ফলে কীভাবে আদিবাসীরা সরকার কর্তৃক বরাদ্দ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তা তুলে ধরেন, সংগ্রামী নারী নেত্রী বিচিত্রা তির্কি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অনেক সময় চেয়ারম্যান ও তার ঘনিষ্ঠজনরা নিজেদের মধ্যে জোগসাজশে অধিকাংশ বরাদ্দ কিছু পছন্দসই ব্যক্তিদের নিজেরা হাতিয়ে নেন।

আদিবাসীদের বিভিন্ন অধিকার বিশেষ করে শিক্ষা, ভূমি, সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি আমরা প্রায়ই উপস্থাপন করি কিন্তু স্থানীয় সরকারের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা অনেকক্ষেত্রে এড়িয়ে চলি বলেন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং। এ প্রসঙ্গে তিনি ময়মনসিংহ এলাকায় ১৯৭০ থেকে ৮০'র দশকে স্থানীয় সরকারে আদিবাসীদের নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেন। কিন্তু বর্তমানে জনমিতির পরিবর্তন ও নিজেদের অসচেতনার ফলে এখনও ইউনিয়ন পরিষদে সমতলের আদিবাসীরা নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হচ্ছেন। সমতলের আদিবাসীদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অনুসরণ করা প্রয়োজন বলেন, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন।

আদিবাসীদের জন্য অধিকার আদায় করতে হলে বন্ধুর সংখ্যা বাড়ানোর ওপর তাগিদ দেন অক্সফামের প্রকল্প সমন্বয়কারী সৈকত বিশ্বাস। এ প্রসঙ্গে তিনি অক্সফামের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, এযাবত অক্সফামের সফল অ্যাডভোকেসির কারণে দেশের ৬৩টি ইউনিয়ন পরিষদে আদিবাসী বিষয়ক বিশেষ স্টান্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। যার ফলে আদিবাসী এখন সীমিত পরিসরে হলেও সুবিধা পাচ্ছেন।

## জনউদ্যোগ

**খুলনা**

### শিল্পের উন্নয়ন ছাড়া কোন উন্নয়ন সম্ভব নয়, তবে সেই শিল্পটি হতে হবে সবুজ শিল্প

'শিল্পের উন্নয়ন ছাড়া কোন উন্নয়ন সম্ভব নয়। তবে সেই শিল্পটি হতে হবে সবুজ শিল্প। নদী আমাদের প্রাণ, তাই এই নদীর দূষণ, অবৈধ স্থাপনা আমাদেরকেই উচ্ছেদ করতে হবে। সুন্দরবন রক্ষা করতে বনের বৃক্ষ ও বন্যপ্রাণি ধ্বংসকারীদের আইনের আওতায় এনে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে'-এভাবেই ক্ষোভের সাথে কথাগুলো বললেন জনউদ্যোগ আয়োজিত পরিবেশকর্মী সমাবেশে বক্তারা। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় জনউদ্যোগ, খুলনা জনউদ্যোগ এর আহবানে জেলা পরিষদের মিলনায়তনে 'দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ ভাবনা নিয়ে খুলনার পরিবেশকর্মীদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির ওপর আলোকপাত করে বক্তারা বলেন, আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ অগত্যা বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৩ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। এ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঐক্যমত একান্ত জরুরি। জলবায়ু দুর্যোগের জন্য দায়ী উন্নত দেশগুলোকেই জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনে দায়িত্ব নিতে হবে। বক্তারা জরুরি ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক শেখ হারুনুর রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন ও অধ্যাপক ড. মো. সালেকুজ্জামান, জনউদ্যোগ খুলনার উপদেষ্টা শ্যামল সিংহ রায়, উন্নয়ন সংস্থা রূপান্তর-এর নির্বাহী পরিচালক রফিকুল ইসলাম খোকন ও মাসাস-এর নির্বাহী পরিচালক শামীমা সুলতানা শীলু। সূচনা বক্তব্য রাখেন জনউদ্যোগ, খুলনার সদস্য সচিব মহেন্দ্র নাথ সেন। মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন খুলনা উন্নয়ন ফোরামের শরীফ শফিকুল হামিদ চন্দন, আয়কর আইনজীবী ফেডারেশনের এস এম শাহনওয়াজ, রফিকুল হক খোকন, খালিদ হোসেন, সেলিম বুলবুল, সালাম ঢালী, মাফুজুর রহমান মুকুল, অ্যাড. অশোক কুমার সাহা, ক্বারী শরীফ মিজানুর রহমান, শাহ মামুনুর রহমান তুহিন, মিজানুর রহমান বাবু, এস এম সোহরাব হোসেন, আলহাজ্ব মহিউদ্দিন আহমেদ, অ্যাড. বাবুল হাওলাদার , ইকবাল হোসেন বিপ্লব, শেখ আব্দুল হালিম, দীপক দে, দেলোয়ার হোসেন, ডা. এস কে সাহা, ডা. এস এম হক, এস এম মিজানুর রহমান, মাহাবুবুল আলম বাদশা , বিকাশ চন্দ্র গোলদার, রসু আক্তার, সিলভী হারুণ, আজিজুর রহমান ছবি, অনামিকা দাস ছবি, শেখ ইমরান ইমন ও বাহালুল আলম প্রমুখ।

IED
জানুয়ারি-জুন ২০১৫

# পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র



নেত্রকোনা

## নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে আলোচনাসভা ও গণনাটক

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধ ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের দাবিতে মে ৬, ২০১৫ নেত্রকোনা সদর উপজেলায় কাইলাটি ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে আলোচনাসভা, গণনাটক ও গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে। আইইডির সহযোগিতায় জনউদ্যোগের আয়োজনে এই কর্মসূচির পালিত হয়। সংগঠনের সিনিয়র সদস্য মুক্তিযোদ্ধা হায়দার জাহান চৌধুরির সভাপতিত্বে আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কাইলাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. নাজমুল হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনউদ্যোগের ফেলো শ্যামলেন্দু পাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ কৃষকনেতা মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার আনিছুর রহমান, জেলা মানবাধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সভাপতি আলী উছমান মাস্টার, সাংবাদিক রফিকুল ইসলাম এবং নারীনেত্রী দিলরুবা খানম। আলোচনাসভার পর নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধ ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ উপর গণনাটক ও গণসংগীত পরিবেশিত হয়।

রাজশাহী

## নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

রাজশাহী জনউদ্যোগ ২৬ এপ্রিল ২০১৫ নারীর প্রতি সহিসংসতা বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান বিষয়ক সমাবেশ, র‌্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার নারী-পুরুষ এবং যুবরা। কর্মসূচির শুরুতে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি শহরের মূল রাস্তা হয়ে বঙ্গবন্ধু চত্বর পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করার মধ্যে দিয়ে সমাবেশ কর্মসূচির আরাম্ভ হয়। সমাবেশে বক্তরা বলেন, আমাদের দেশে নারী-পুরুষের আয় বৈষম্য রয়েছে। নারীর মর্যাদা রক্ষার নারী-পুরুষ সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতা দিন দিন বেড়েই চলছে। বর্ষবরণের নারীর উপর নির্যাতন আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক। নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সহিংসতা কমিয়ে আনা সম্ভব তাই সকলকে নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আহবান জানানো হয়।

জনউদ্যোগের আহ্বায়ক ও সমাবেশের সভাপতি প্রশান্ত কুমার সাহা বলেন, সাম্প্রতিক নারী নির্যাতনের ঘটনা মানুষকে সজাগ করে দিয়েছে। আমাদের আরো ধৈর্য সহকারে এর প্রতিবাদ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কামরুজ্জামান, মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান আলী বরজাহান, শিক্ষক ও নেতা অধ্যক্ষ রাজকুমার সরকার, জনউদ্যোগের ফেলো জুলফিকার আহমেদ গোলাপ, আদিবাসী ছাত্রনেতা হেমন্ত কুমার মাহাতো, মহিলা পরিষদের নারী সম্পাদক আলিমা খাতুন প্রমুখ। সমাবেশ শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গণজাগরণমূলক সংগীত পরিবেশন করেন জয় বাংলা সাংস্কৃতিক শিল্পী গোষ্ঠির সভাপতি নিযামুল হক লিটন ও মো. হেলাল উদ্দিন এবং নারী নির্যাতন ও সহিংসতা, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমঅংশীদারিত্ব নিয়ে গম্ভীরা পরিবেশন করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন চতুষ্কোণ গম্ভীরা দল।

বরগুনা

## নারীর উপর যৌন নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন

পহেলা বৈশাখ বর্ষবরণ উৎসবে নারীর উপর যৌন নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ২২ এপ্রিল ২০১৫ বরগুনা জনউদ্যোগ মানববন্ধনের আয়োজন করে। মানববন্ধনে বক্তাগণ বলেন, পুলিশ প্রশাসন নিপীড়নের ঘটনাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করে নির্যাতনকারীদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে এ প্রতিবাদে আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

বরগুনা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ও সাবেক পৌর মেয়র অ্যাডভোকেট মো. শাহজাহান মিয়া বলেন বর্ষবরণে যেসকল নারী লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে তাদের মানসিক শক্তি বাড়ানো জন্য আমাদের সকলকে তাদের পাশে থাকতে হবে। লাঞ্ছনাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য সাধারণ জনগণকে আহবান জানান।

বক্তাগণ আরো বলেন, সঠিক বিচার না হলে দিনদিন এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা বাড়তে থাকবে। তারা বর্তমান সরকারকে এ ঘটনার জড়িত দোষী ব্যক্তিদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার আহবান জানান। এছাড়া মানববন্ধন পরিচালনা করেন জনউদ্যোগ ফেলো নাজমুল আহসান। সভাপতিত্ব করেন জনউদ্যোগের আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন মনোয়ার।

# পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডির ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জানুয়ারি-জুন ২০১৫

গাইবান্ধা

## দলিতদের অধিকার-আগামী বাজেট ভাবনা

গাইবান্ধার 'দলিতদের অধিকার-আগামী বাজেট ভাবনা' শীর্ষক এক মতবিনিময়সভা গত ২০ মে ২০১৫ সকাল ১১ টায় স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। জনউদ্যোগ ও অবলম্বন এর আয়োজনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গাইবান্ধা জেলা পরিষদ প্রশাসক অ্যাড. সৈয়দ শামসুল আলম হিরু ও বিশেষ অতিথি ছিলেন গাইবান্ধা পৌরসভার মেয়র শামছুল আলম। রাজকুমার বাঁশফোর এর সভাপতিত্বে, জেলা উদীচীর সভাপতি অধ্যাপক জহুরুল কাইয়ুমের সঞ্চালনায় সভার শুরুতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজেশ বাঁশফোর। গাইবান্ধা পৌরসভার মেয়র শামছুল আলম বলেন, পৌর মেয়র আগামী বাজেটে দলিত




জনগোষ্ঠীর জন্য ১ লক্ষ টাকার বাজেট রাখার ঘোষণা দেন। পৌরসভায় চাকুরিরত পরিচ্ছন্ন কর্মীদের বেতন ২০০ টাকা বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। মতবিনিময়সভা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গবেষক দীপংকর গৌতম, জনউদ্যোগ এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব তারিক হোসেন, বিশিষ্ট রাজনীতিক আমিনুল ইসলাম গোলাপ, জেলা সিপিবির সভাপতি ওয়াজিউর রহমান র‍্যাফেল, জেলা জাসদের সভাপতি শাহ শরিফুল ইসলাম বাবলু, বিশিষ্ট সাংবাদিক মশিয়ার রহমান, অধ্যাপক মাজহারউল মান্নান, জনউদ্যোগের সদস্য সচিব ও অবলম্বনের নির্বাহী পরিচালক প্রবীর চক্রবর্তী, আদিবাসী নেতা গৌরচন্দ্র পাহাড়ী, সন্তোষ বাঁশফোর, অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, রণজিৎ বকসি সুর্য, দীলিপ বাঁশফোর, প্রমুখ। আলোচনায় বক্তারা আগামী বাজেটে দলিতদের জন্য উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা দলিত জনগোষ্ঠীর স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। দলিত জনগোষ্ঠীকে অস্পৃশ্য না রেখে শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদেরকে একীভূত করার দাবি জানান হয়।

জনউদ্যোগ

## এক নজরে জনউদ্যোগ

| মাস | খুলনা | নেত্রকোনা | রাজশাহী | গাইবান্ধা | বরগুনা | ময়মনসিংহ | যশোর | ঢাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারি ২০১৫ | আঠারোবেঁকি-মধুমতি চ্যানেল চালু ও খননসহ ৬ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন | এলাকার উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা | আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা ২০১৫ চলাকালীন হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি মুক্ত রাখা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের দাবিতে মতবিনিময়সভা | জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও করণীয় শীর্ষক আলোচনাসভা | নারী-শিশুসহ সকল ধরনের হত্যা, জ্বালাও-পোড়াও ও সহিংসতার প্রতিবাদে র‍্যালি ও মানববন্ধন | দেশের বর্তমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি ডুয়েলগেজ ডবল রেললাইন স্থাপনের দাবিতে স্মারকলিপি পেশ কমিটির ষান্মাসিক মতবিনিময়সভা | কেশবপুরে মাইকেল মধুসূদন সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে একাত্মতা প্রকাশ করে জনউদ্যোগ মানববন্ধন প্রকৃতি যশোরের আয়োজনে সুন্দরবন বাঁচাও, পরিবেশ বাঁচাও, বাঁচাও বাংলাদেশ শীর্ষক মানববন্ধনে জনউদ্যোগ একাত্মতা প্রকাশ | রাজশাহীর তানোর উপজেলার মথেনপুর গ্রামের আদিবাসী যুবক বাবলু হেম্ব্রম হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন |
| ফেব্রুয়ারি ২০১৫ | 'নারীর প্রতি সহিংসতারোধে আমাদের করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভা | 'নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে পারিবারিক ও সামাজিক বিনোদনের গুরুত্ব' | আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা ২০১৫ চলাকালীন হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি মুক্ত রাখা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের দাবিতে মানববন্ধন | দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক আলোচনাসভা | নারী নির্যাতনকারী, যৌতুক লোভী, দুশ্চরিত্র পুলিশ সুপার (ওএসডি) হাবিবের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন | ব্লগার অভিজিৎ রায় হত্যাকান্ডের বিচার দাবিতে মানববন্ধন | জনউদ্যোগ প্ল্যাটফরম সভা | স্কুল শিক্ষার্থীদের সাথে পরিবেশ ও সংখ্যালঘু ইস্যুতে আদিবাসী - বাঙালি সাংস্কৃতিক মানবিক যোগসূত্র ও সমানুভূতি শীর্ষক কর্মশালা |
| মার্চ ২০১৫ | আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ৪ দিনব্যাপী কর্মসূচি মানববন্ধন, মেলা উদ্বোধন, আলোচনাসভা, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ডকুমেন্টারি ফিল্ম শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, সম্বর্ধনা ও আলোচনাসভা, মোমবাতি প্রজ্জলন; আউটার কুইজ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান | নেত্রকোনা হাওর জনগোষ্ঠির মানউন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা বিষয়ক অ্যাডভোকেসি | সহিংসতামুক্ত মানবিক রাজনীতি চাই- রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণীর সকল পর্যায়ে নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্ব চাই, নারীর ক্ষমতায়ন মানবতার উন্নয়ন শীর্ষক আলোচনাসভা | আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালন উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা ও আলোচনাসভা | আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে মানববন্ধন | | অভিজিৎ হত্যা: বর্তমান সন্ত্রাস সংশ্লিষ্টদের দায়বদ্ধতা (গোলটেবিল বৈঠক) | মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা ব্লগার ও প্রকৌশলী অভিজিৎ সাহা'র স্মরণে নাগরিক শোকসভা, জনউদ্যোগ বার্ষিক সাধারণ সভা জনউদ্যোগ সদস্য ও সেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা |
| এপ্রিল ২০১৫ | চাঞ্চল্যকর তন্বী হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন | বাংলা নববর্ষের দিন ঢাকায় নারীদের উপর যৌন নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও সমাবেশ | নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, সর্বস্তরে নারীর ক্ষমতায়ন ও সমঅংশীদারীত্ব চাই শীর্ষক সমাবেশ, র‍্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান | সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী শীর্ষক আলোচনাসভা | নর্ষবরণ উৎসবে নারী লাঞ্ছনাকারীদের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন | ব্লগার ওয়াশিকুর রহমান বাবু হত্যাকারীদের বিচারের দাবি ও সাহসী হিজরাদের গণসম্বর্ধনা | বর্ষবরণের দিন সংঘটিত যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানববন্ধন "নারী বান্ধব জাতীয় বাজেট প্রণয়নে ভাবনা" শীর্ষক মতবিনিময়সভা | আদিবাসী-বাঙালি ছাত্র-যুব নেতৃত্বের যোগসূত্র শীর্ষক মতবিনিময়সভা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও সচেতনতার লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন |
| মে ২০১৫ | চাঞ্চল্যকর তন্বী হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন জাতীয়ভাবে যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা বাস্তবায়ন ও রাজধানীতে আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে মানববন্ধন | 'নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধ এবং বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ শীর্ষক আলোচনাসভা, পথনাটক ও গণসংগীত | যৌন নিপীড়নকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান ও নারী-শিশুর সর্বপ্রকার নিরাপত্তা প্রদানের দাবিতে মানববন্ধন | দলিত অধিকার: আগামীর বাজেট ভাবনা বিষয়ক আলোচনাসভা | বর্ষবরণ উৎসবে টিএসসিতে যৌন নিপীড়নসহ সারাদেশে ধর্ষণ যৌন নিপীড়ন বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন | | | জনউদ্যোগ ও হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস ফোরামের পরিকল্পনা ও সমন্বয়সভা আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার নির্যাতন বন্ধের দাবিতে মানবন্ধন, কল্পনা চাকমা অপহরণের ১৯ বছর : তদন্ত রিপোর্ট |
| জুন ২০১৫ | দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ ভাবনা নিয়ে খুলনার পরিবেশ কর্মীদের সমাবেশ | জাতিগত সংখ্যালঘুদের অঞ্চলের সমস্যা চিহ্নিতকরণ বিষয়ক আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান | 'শতকোটি জনের অপার স্বপ্ন, একটি বিশ্ব, করিনা নিঃস্ব' - শ্লোগানে নারীর অধিকার বাস্তবায়নের দাবিতে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান | পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা | পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে চাই ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও ঐক্য বিষয়ক আলোচনাসভা | ডুয়েলগেজ ডবল রেললাইন স্থাপনে ব্যানার/স্টিকার প্রকাশ ও প্রচার, জনউদ্যোগ কমিটির ষান্মাসিক মতবিনিময়সভা | বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে দৈনিক কল্যাণের আয়োজনে এবং জনউদ্যোগ যশোরের সহযোগিতায় "যশোরে পরিবেশ রক্ষায় ভৈরব নদের ভূমিকা" শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠক | প্রকাশ ও অপহরনকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল, বিষমুক্ত খাদ্য ও মৌসুমি ফলের দাবিতে মানববন্ধন আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধ, সমতলের আদিবাসীদের পৃথক ভূমি কমিশন, আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন দাবিতে মানবন্ধন |

সম্পাদক : নুমান আহম্মদ খান

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) কর্তৃক

কল্পনা সুন্দর, ১৩/১৪ বাবর রোড, ব্লক বি, মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট, ঢাকা ১২০৭ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং চিত্রকল্প থেকে মুদ্রিত।

ফোন: (৮৮-০২) ৮৫১৫১০৪৮, ফ্যাক্স: (৮৮-০২) ৫৮১৫২৩৭৩, ই-মেইল: ieddhaka@gmail.com ওয়েব: www.iedbd.org